মেকলসুতা মা নর্মদার
মাহাত্ম্য কথা

শ্রীনর্মদাষ্টকম্

সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতং দ্বিষত্সু পাপজাতজাতকাদিবারিসংযুতম্।
কৃতান্তদূতকালভূতভীতিহারিবর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ১ ॥
ত্বদম্বুলীনদীনমীনদিব্যসম্প্রদায়কং কলৌ মলৌঘভারহারিসর্বতীর্থনায়কম্।
সুমচ্ছকচ্ছনক্রচক্রচক্রবাকশর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ২॥
মহাগভীরনীরপূরপাপধূতভূতলং ধ্বনত্সমস্তপাতকারিদারিতাপদাচলম্।
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনুহৃদ্যদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ৩ ॥
গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা মৃকণ্ডুসূনুশৌনকাসুরারিসেবিতং সদা।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥৪॥
অলক্ষ্যলক্ষকিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং সুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকূজিতম্।
বসিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদিকর্দমাদিশর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ৫ ॥
সনত্কুমারনাচিকেতকশ্যপাত্রিষত্পদৈঃ ধৃতং স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষতপদৈঃ।
রবীন্দুরন্তিদেবদেবরাজকর্মশর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ৬ ॥
অলক্ষলক্ষলক্ষপাপলক্ষসারসায়ুধং ততস্তু জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্।
বিরিঞ্চিবিষ্ণুশংকরস্বকীয়ধামবর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ৭ ॥
অহো ধৃতং স্বনং শ্রুতং মহেশিকেশজাতটে কিরাতসূতবাডবেষু পণ্ডিতে শঠে নটে।
দুরন্তপাপতাপহারি সর্বজন্তুশর্মদে ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ৮ ॥
ইদং তু নর্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব্ য়ে সদাপঠন্তি তে নিরন্তরং না যান্তি দুর্গতিং কদা।
সুলভ্যদেহদুর্লভম্ মহেশধাম গৌরবংপুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ।।
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে ॥ ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি মাতঃ নর্মদে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রী আদ্যশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং নর্মদাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্ ॥ ওঁ ॥
হর হর নর্মদে। হর হর নর্মদে। হর হর নর্মদে।

মা নর্মদার আরতি মন্ত্র

ওঁ জয় জগদানন্দী, মাইয়া জয় আনন্দকন্দী।
ওঁ জয় জগদানন্দী, মাইয়া জয় আনন্দকন্দী।।
ব্রহ্মা হরিহর শঙ্কর, রেবা হরিহর শঙ্কর, রুদ্রী পালন্তি।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
দেবী নারদ শারদ তুম বরদায়ক, অভিনব পদচণ্ডী।
ও মাইয়া অভিনব পদচণ্ডী।
সুর নর মুনিজন সেবত, সুর নর মুনিজন সেবত, শারদ পদবন্তী।।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
দেবী ধূম্রবাহন রাজত বীণা বাজন্তী।
ঝুমকত্ ঝুমকত্, ঝুমকত্ ঝননন, ঝননন, ঝননন, রমতী রাজন্তী॥
ওঁ জয় জগদানন্দী...
দেবী বাজত্ তাল মৃদঙ্গা, সুর মণ্ডল রমতী।
তোড়ীতান, তোড়ীতান, তোড়ীতান, তুড়ড়, তুড়ড়, তুড়ড় রমতী সুরবন্তী।।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
দেবী সকল ভুবন পর আপ বিরাজত, নিশিদিন আনন্দী।
গাওয়ত গঙ্গা শঙ্কর, সেবত রেবা শঙ্কর তুম ভব মেটন্তী।।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
মাইয়াজী কো কঞ্চলথাল বিরাজত, অগর কর্পূর বাতি।
হিলমিল রূপ প্রকাশক, অমরকন্টক মে বিরাজত, ঢোলাগঢ় মে বিরাজত, সীতাবন মে বিরাজত, মাণ্ডবগঢ় মে বিরাজত, ওঁকারেশ্বর মে বিরাজত, শূলপাণীগঢ়ী মে বিরাজত, ঘাটন ঘাট পূজাবত, রত্নাসাগর মে সমাবত, ব্রহ্মা বেদ উচারত, নারদ বীণা বাজবত, ভোলেবাবা ডমরু বাজবত, গোরা মাইয়া আরতি উতারত, কোটি রতন জ্যোতিঃ।।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
মাইয়াজী কি আরতি নিশিদিন যো কোই পড় গাওয়ে, ও মইয়া যো কোই পড় গাওয়ে।
ভজত্ শিবানন্দ স্বামী, জপত্ হরিহর স্বামী, মনবাঞ্ছিত ফল পাওয়ে।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
ওঁ জয় জগদানন্দী, মাইয়া জয় আনন্দকন্দী।
ব্রহ্মা হরিহর শঙ্কর, রেবা হরিহর শঙ্কর, রুদ্রী পালন্তি।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...
ওঁ জয় জগদানন্দী, মাইয়া জয় আনন্দকন্দী।
ব্রহ্মা হরিহর শঙ্কর, রেবা হরিহর শঙ্কর, রুদ্রী পালন্তি।
ওঁ জয় জগদানন্দী ...ওঁ জয় জগদানন্দী ...ওঁ জয় জগদানন্দী ...

কর্পূর গৌরম্ করুনাবতারম্।
সংসার সারম্ ভূজগেন্দ্র হারম্।।
সদা বসন্তম্ হৃদয়ার্বিন্দে।
ভবম্ ভবানী সহিতম্ নমামি।।
মন্দারমালা কলিতালকায়ে।
কপালমালা কিতশেখরায়।।
দিব্যমবরায় চ দিগমবরায়।
নমোঃ শিবায় চ নমোঃ শিবায়।।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব; ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব; ত্বমেব বিদ্যাঃ দ্রবিনম্ ত্বমেব;
ত্বমেব সর্বম মম দেবদেব।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুর সাক্ষ্যাৎ কৃপাল ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমোঃ।। তস্মৈ শ্রীগুরবে নমোঃ ...
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমোঃ ...তস্মৈ শ্রীগুরবে নমোঃ ...

অচ্যুতম্ কেশবম্ রামনারায়ণম্। কৃষ্ণ দামোদরম্ বাসুদেবম্ হরি।।
কৃষ্ণ দামোদরম্ বাসুদেবম্ হরি। শ্রীধরম্ মাধবম্ গোপীকাবল্লভম্।।
জানকী নায়কম্ রামচন্দ্রম্ হরি।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।

মা নর্মদার ভজন

মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।।
তেরে গুণ গাতে হ্যায় সাধু — বাজা বাজা কর তালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
ভূরে মগর পর কিন্থী সওয়ারী হাথ কমলকা ফুল।
ভূরে মগর পর কিন্থী সওয়ারী হাথ কমলকা ফুল।।
সবকো দেতী ঋদ্ধি-সিদ্ধি, হমে গই কিঁউ ভুল।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
তেরে গুণ গাতে হ্যায় সাধু — বাজা বাজা কর তালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
নেহী হমারা কুটুম্ব কবীলা নেহী মাতঃ অরূতাত।
নেহী হমারা কুটুম্ব কবীলা নেহী মাতঃ অরূতাত।।
হম তো আয়ে শরণ তুমহারী শরণ পড়ে কি লাজ।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
তেরে গুণ গাতে হ্যায় সাধু — বাজা বাজা কর তালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
নির্ধনীয়োঁ কো ধন দেতী হো অজ্ঞানী কো জ্ঞান।
নির্ধনীয়োঁ কো ধন দেতী হো অজ্ঞানী কো জ্ঞান।।
অভিমানী কো মান ঘটাতী, খোতি নাম নিশান।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।

তেরে গুণ গাতে হ্যায় সাধু — বাজা বাজা কর তালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
লাখো পাপী তুমনে তারে, লগী না পলকী দেড়।
লাখো পাপী তুমনে তারে, লগী না পলকী দেড়।।
অব তো মইয়া মেরী বারী কহাঁ লগা দি দেড়।।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
তেরে গুণ গাতে হ্যায় সাধু — বাজা বাজা কর তালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
অমরকন্টক স্থান তুমহারা দো ধারোঁ কে পাস।
জহাঁ শিবশঙ্কর করে তপস্যা উচ্চ শিখর কৈলাশ।।
মাইয়া অমরকন্টওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
তেরে গুণ গাতে হ্যায় সাধু — বাজা বাজা কর তালী।
মাইয়া অমরকন্টকওয়ালী, তুম হো ভোলীভালী।
মাইয়া চারভূজাধারী, তুম হো ভোলীভালী।।
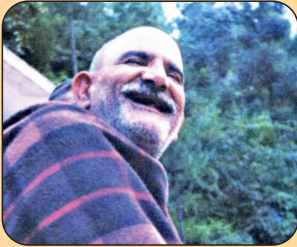
রেবা কথা

ঋষি সেবিত দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এখানকার ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিদের ধ্যানদৃষ্টিতেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছিল একটি পরম তত্ত্ব— সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম —অর্থাৎ যৎ যৎ বস্তু চোখে পড়ে তৎ তৎ বস্তু ব্রহ্মেরই প্রকাশ বিকাশ। কৃমিকীট হতে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ, পশুপাখী কীটপতঙ্গ এমনকি মানুষ, তিনি পাপিষ্ঠ বা পুণ্যাত্মা যাই হোন না কেন সকলের মধ্যে একই চিৎশক্তির খেলা চলছে। কাজেই ধ্যানী পুরুষের ধ্যানদৃষ্টিতে নদীর জলপ্রবাহের মধ্যেও একটা অতীন্দ্রীয় সত্তা উদঘাটিত হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই তো দেখি হিন্দু ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে এমন একজনও নেই যাকে একবার না একবার জীবনে উচ্চারণ করতে হয়—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

আপনারা প্রায় সকলেই জানেন, এইটি প্রসিদ্ধ জলশুদ্ধির মন্ত্র। যাঁরা পূজার্চনা তর্পণ ও হবনাদি করে থাকেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই আচমন ও আসনশুদ্ধির পর এ মন্ত্রে জলশুদ্ধি করতে হয়। গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা ও সিন্ধু — এই সাতটি নদীকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে পবিত্রতম নদী বলে মান্য করা হয় এবং আমাদের প্রায় সকলেরই সংস্কার এবং বিশ্বাস যে, এই নদীদেরকে স্মরণ করলেই এইসব নদীর আবির্ভাব ঘটে। সরস্বতী নদী বর্তমানে অবলুপ্ত। সিন্ধু, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদীগুলিকে আমি পবিত্র জ্ঞান করলেও তাঁদের অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা সম্বন্ধে আমি কোন পরীক্ষা করে দেখিনি।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে জোরের সঙ্গে শপথ করে বলতে পারি, গঙ্গার দিব্যসত্ত্বা আছ, নর্মদারও দিব্য সত্ত্বা আছে। বাবা আমাকে বলেছিলেন— তুই বিশ্বাস কর গঙ্গাস্নানে পরম পুণ্য। গঙ্গার ভেতরে অনেক স্ফটিক-শিলা, রত্নশিলা আছে, ভেষজগুণসম্পন্ন ও রোগঘ্ন অনেক লতাপাতা শিকড় গঙ্গার জলে মিশে আছে। ত্রিকুটী-কুম্ভক বলে একরকম কুম্ভক আছে। মহাযোগী যোগেশ্বররা সেই কুম্ভক করে গঙ্গার মধ্যে আছেন। এই উচ্চতম কোটির যোগ- প্রণালী মহা-যোগেশ্বররা ছাড়া কেউ জানেন না। তাঁদের সেই পবিত্র মহাচৈতন্যময় দেহের উপর দিয়ে গঙ্গার জলপ্রবাহ বয়ে এসেছে, তার ফলে গঙ্গাজলে পোকা হয় না। আমরা হিন্দু ভারতবর্ষের লোকেরা মৃত্যুকালেও মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল দেই। গঙ্গা গোবিন্দ গায়ত্রী গীতা —এই হচ্ছে আমাদের শেষ সম্বল পারের কড়ি। নর্মদা সম্বন্ধেও একই কথা।

এখানে যারা আমার মুখ থেকে সরাসরি কথা শুনছেন, তারা মনে রেখে দেবেন যে,

পুণ্যতোয়া-নদ্যশ্চ দ্বিরূপং চ স্বভাবতঃ।
তয়োরূপঃ একস্ত দিব্যরূপা তথা পরে ॥

নদীর দুটি রূপ মানে এই যে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নর্মদা প্রভৃতি নদীর একটি রূপ হচ্ছে তোয়া অর্থাৎ জল প্রবাহরূপে বয়ে গেছে। এই রূপ আমরা সর্বদাই খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। এই স্থূলরূপেও তাঁর মৃতসঞ্জীবনী ধারার পরিচয় পাই। জীবকুলকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই জল, বিশাল বিশাল ভূখণ্ডকে সুফলা ও শস্যশ্যমলা করে সকলের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন অন্নদারূপে, এছাড়া আর একটি দিব্যরূপও আছে। ধ্যানে একমাত্র তা বোঝা যায়, ধরা যায়, দর্শন হয়। গঙ্গা বা নর্মদাকে যে মোক্ষদা বলা হয়, এ ভক্তরা ভক্তির আতিশয্য বাড়াবাড়ি করে বলে তা নয়, যাদের চোখে নর্মদার বা গঙ্গার দিব্যরূপ উদ্ভাসিত হয়নি তারাও বলে। গঙ্গার সিদ্ধ বীজমন্ত্র আছে, ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্র আছে। নর্মদারও সিদ্ধ বীজ ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্রাদি আছে।

জলরূপে গঙ্গা ও নর্মদার একটি শরীর সত্ত্বা আর একটি পরাংগতি দিব্যসত্ত্বা আছে। বিষ্ণুপাদোদ্‌ভূতা গঙ্গাকে ভগীরথ মর্তলোকে এনেছিলেন। গঙ্গাধর শিব তাঁকে জটায় ধারণ করেছিলেন। এসব পুরাণের কথা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঋষিবাণী কি? যে কোন স্তব স্তোত্রের বইতে শংকরাচার্যকৃত গঙ্গাস্তোত্র পড়লে দেখবেন তিনি উচ্ছসিত স্তব করেছেন ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে। গঙ্গা শুধু নদী নয়, গঙ্গা আমাদের মা চিন্ময়ী পতিতপাবনী। কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞান গঙ্গা। মহর্ষি বেদব্যাসের গঙ্গা সম্বন্ধে উপলব্ধিটি শুনুন—

বিধুতপাপাঃ যে মর্ত্ত্যাঃ পরংজ্যোতিরূপিনীং।
সহস্রসূর্যপ্রতিমাং গঙ্গা পশ্যন্তি তে ভূবি ॥

অর্থাৎ সংসারে যাঁরা নিষ্পাপ তাঁরা গঙ্গাকে সহস্র সূর্যতুল্য পরমজ্যোতিরূপে দর্শন করে থাকেন।

নর্মদা, গঙ্গার মত বিষ্ণুপদী নন, তিনি রুদ্রকন্যা, স্বয়ম্ভু মহাদেবের তেজ হতে তাঁর জন্ম। গঙ্গার অপার মহিমার কথা স্মরণে রেখেও মহর্ষি ভৃগু, কর্দম, কপিল, দুর্বাসা, অণীমাণ্ডব্য প্রভৃতি বৈদিক ঋষিরা ঘোষণা করেছেন—

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রতেজাৎ বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরানি চরানি চ ॥

নর্মদা সমস্ত নদীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; রুদ্রের তেজ হতে সমুৎপন্না; স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুতেই তিনি ত্রাণ করেন। সর্বসিদ্ধিমেবাপ্নোতি তস্যা তটপরিক্রমাৎ । শুদ্ধচিত্তে তাঁর তট পরিক্রমা করলে সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হয়। খেয়াল রাখবেন গঙ্গা বা নর্মদা সম্বন্ধে ঐসব কথা যাঁরা ঘোষণা করে গেছেন, তাঁরা বর্তমান যুগের লুষ্ঠনানন্দ, রমনানন্দ, ঝোতারাম, রমনীশ বা বটকেষ্ট-মার্কা কোন অভিসন্ধিপরায়ণ সাধু সন্ন্যাসী নন। তাঁরা প্রকৃত ঋষি, ঋষ্ ধাতু দর্শনে। দ্রষ্টা তাঁরা, ক্রান্তদর্শী সত্যদর্শী জিতব্রত তপোসিদ্ধ মহাযোগেশ্বর সবাই। তাঁরা কোনভাবেই অতিশয়োক্তি বা মিথ্যা ফলশ্রুতির বর্ণনা করেননি। তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। তাঁদের আহারে বিহারে, চিন্তায় ভাবনায় ধ্যান-ধারনা বা মননে মিথ্যার কোন কালিমা ছিল না। তাঁরা যা চোখে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাই বলে গেছেন। দ্রষ্টা বলেই তাঁরা উপলব্ধিজাত সত্যকে জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন,

সাধারণাম্ভসাপুর্ণাং সাধারনদীমিবঃ।
পশ্যন্তি নাস্তিকা রেবাং পাপোপহতলোচনাঃ॥

যাদের চোখ পাপক্লিষ্ট, সেই সমস্ত নাস্তিকই রেবা অর্থাৎ নর্মদাকে সাধারণ জলে পূর্ণ সাধারণ নদী হিসেবে দেখে। মহাভারতের বনপর্ব পড়লে দেখতে পাবেন, যুধিষ্ঠির যাচ্ছেন তীর্থভ্রমণে মনে শান্তি নেই, কপট দ্যূতক্রীড়ায় তিনি তখন রাজ্যভ্রষ্ট। অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁদের কাল কাটছে। পুরোহিত ধৌন্যমুনি তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন, তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন কর। মনের বিষাদযোগ কেটে যাবে, অচ্যুত বিশ্বাসের ভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে, যাবতীয় সঙ্কটের অবসান ঘটবে। সহসা সেখানে আবির্ভূত হলেন পুলস্ত্য মুনি। যুধিষ্ঠিরের পরিব্রাজনের সংকল্প জেনে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন— "দেখ যুধিষ্ঠির, তুমি অন্যান্য তীর্থে তো যাবেই, বিশেষ করে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ নর্মদাকে অতি অবশ্যই দর্শন করে আসবে। নর্মদাতে পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা ও তর্পণ করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়"—

নর্মদান্ত সমাসাদ্য নদীং ত্রিলোক্যবিশ্রুতাম্।
তর্পয়িত্বা পিতণ দেবান্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥

এখানে লক্ষ করুন, পুলস্ত্য মুনি বলেছেন, নর্মদা ত্রিলোকবিশ্রুতা। বেদব্যাস মহাভারত লিখেছেন অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তাহলে পাঁচ হাজার বছরের অধিককাল হতেই নর্মদার পাবনী শক্তির মহিমার কথা মুনি ঋষিরা জানতেন।

বৈদিক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বহু ব্যয়সাধ্য; বেদজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ ক্রিয়াবান ছাড়া এই যজ্ঞের কেউ হোতা, ঋত্বিক বা আচার্য হতে পারেন না। স্বয়ং বেদব্যাস পুলস্ত্য মুনির মুখ দিয়ে জানাচ্ছেন যে দুশ্চর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, নর্মদাতটে পূজার্চনা করলেও সেই একই ফল।

প্রশ্ন— একটি বিশেষ নদীতে স্নান দান পূজাচর্চা করলে বা তীর্থজ্ঞানে তার তীরে তীরে পরিব্রাজন করলে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, যুক্তিবাদী মন এতে সায় দেয় না। এ হচ্ছে যে যার সংস্কার ও বিশ্বাসের কথা।

উত্তর— হ্যাঁ, সেদিন এক কবীরপন্থী সাধু এসে কবীর বাণী উদ্‌ধৃত করে শুনিয়েছেন বটে— তীর্থ মে শুধু পানি হ্যায়, উসমে হোবে নেহি কুছ।

কিছু-না-মানার গোঁসাইদের মুখে ঐ কথাই তো মানায় ভাল। কেন না, কিছু মানতে গেলেই তো তাতে পরিশ্রম আছে।

গৃহসুখ পরিত্যাগ করে রোদ জল ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পাহাড় পর্বত নদীতীরে ঘুরে বেড়াতে কি আরাম প্রিয় মানুষের ভাল লাগে?

অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা এবং বিশ্বপ্রকৃতির উদার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের অন্তরালে যে বহু বিচিত্র রহস্য লুকিয়ে আছে, তাকে জানার জন্য মানব মনের এই যে চিরন্তন কৌতূহল ও বিজিগীষা, তা যদি সংস্কার হয়, সেই সংস্কার সযত্নে লালন করাকে আমি শ্রেয় বলে মনে করি। আমি আপনাদেরকে কবিগুরুর একটি কথা স্মরণ করাতে চাই। তিনি বলেছেন— “আমাদের ধর্মসাধনায় দুটো দিক আছে, একটা শক্তির দিক— একটা রসের দিক”। ঈশ্বর আছেন, এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে৷ আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটা অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থান করে— আপনাকে সে কোন অবস্থায় নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় মনে করে না। আপনারা ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন যদি কোন একটি বিশ্বাস ঘাত- প্রতিঘাতপূর্ণ সমস্যাকন্টকিত এই চিরচঞ্চল জীবনে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, বলিষ্ঠ ও জীবন্ত আশ্বাসে যদি তার হৃদয়মন চরৈবেতি মহামন্ত্রের প্রেরণায় নিরন্তর এগিয়ে চলার নির্দেশ পায় এবং তাতে যদি সে কৃতকৃত্য হয়েছে, এ কথাটি সমগ্র সত্ত্বায় উপলব্ধি করতে পারে তবে এই বিশ্বাসে আপত্তি কেন? বিশ্বাস বলতে আপনারা বোধহয় ইংরাজীতে যাকে Traditional Faith বলে তাই বুঝে বসে আছেন। “Experience Creates Faith” যুগ যুগ ধরে শ্রেষ্ঠ তপস্বীবৃন্দ নর্মদাতটে তপশ্চরণ করে যে প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করেছেন, সেই প্রত্যভিজ্ঞাই প্রকৃত বিশ্বাস।

বিশ্বাস শব্দটির অর্থও তাই। বি (বিগত হয়েছে) শ্বাস যখন। শ্বাস চাঞ্চল্যের প্রতীক। চাঞ্চল্যরহিত অবস্থা যোগদর্শনে যার নাম— লব্ধ ভূমিকত্ব তারই নাম বিশ্বাস। এই কথাই বলেছিলেন বৈদিক ঋষি অণীমাণ্ডব্য। দীর্ঘকাল নর্মদাতটে তপস্যা করে তিনি তাঁর প্রত্যভিজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন—

সন্তি তীর্থন্যনেকানি পাপত্রাণকরাণি চ।
ন শক্তান্যধিকং ধাতূঃ কৃতৈনঃ পরিশুদ্ধিতঃ॥

পাপত্রাণকারী অনেক তীর্থই আছে, কিন্তু সেগুলি পাপ হতে পরিশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল প্রদান করতে পারে না।

সাধয়েৎ মোহভিলষন্মোক্ষং কামানন্যান্ বিহায় চ।
সোহপি মোক্ষমেবাপ্নোতি নর্মদায়াঃ প্রসাদতঃ॥

কিন্তু কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে নর্মদাতটে যে তপস্যা করে, নর্মদার প্রসাদে সে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করতে পারে। আমি বাবাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, নর্মদাকে সরিতাং শ্রেষ্ঠা বললে, প্রকারান্তরে গঙ্গার চেয়ে তাঁর মহিমা বেশী একথাই বলা হয়। কিসে বেশী? গঙ্গারই তো মহিমা অপার। স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁকে "পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে" বলে বন্দনা করেছেন। মানুষের মৃত্যুকালে পবিত্র গঙ্গার জলই মুখে দেওয়া হয়। মুমূর্ষুর মুখে কেউ তো নর্মদার জল দেয় না। বাবা উত্তর দিয়েছিলেন— কারণ নর্মদার জল তো আমাদের কাছে সহজলভ্য নয়। হিমালয়ের দুর্গমস্থান গঙ্গোত্রী হতে গঙ্গার উৎপত্তি হলেও গঙ্গা সমগ্র উত্তরভারত এমনকি আমাদের বাংলাদেশের ভিতর দিয়েও বয়ে গেছে। তাই আমরা গঙ্গার জল মুখে দেই। নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক বিন্ধ্যপর্বতের একটি শৃঙ্গ। আটশো তেরো মাইল দীর্ঘ নর্মদা নদী অমরকণ্টক হতে বেরিয়ে কাম্বে উপসাগরে সুরাটের কাছাকাছি বারোচ্ বা ভারোচ্ নামক স্থানে গিয়ে মিলিত হয়েছে। যাঁরা গঙ্গা থেকে দূরে আছেন অথচ নর্মদার কাছাকাছি তাঁরা নর্মদার জলই পরম পবিত্রজ্ঞানে মুমূর্ষুর মুখে দিয়ে থাকেন। শুধু গঙ্গা বা নর্মদার জল নয়, কৃষ্ণা কাবেরী যমুনা গোদাবরী, যাঁরা যে নদীর কাছে থাকেন, সেই নদীর পুণ্যজল মুখে দেয়াই শাস্ত্রবিধি। তুই বাবা বিশ্বাস কর, নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা, রুদ্রের তেজ হতে সমুৎপন্না, নর্মদা শিবের মানসকন্যা। গঙ্গায় যে নিত্য পাপীতাপী অনাচারী ব্যভিচারী লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে তাঁদের মত ক্লেদ, গ্লানি, কলঙ্ক ততো গঙ্গা আত্মতেজে মুক্ত করে দেন; কিন্তু সেই গঙ্গাও মাঝে মাঝে বাঞ্ছা করেন নর্মদাতে স্নান করতে। শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস কর। আপনারা কেউ কি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী পড়েছেন? মহা তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি।

তাঁর জন্ম হয়েছিল চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসতের অধীন (কাঁকড়া) কচুয়া নামক গ্রামে। পূর্বাশ্রমের নাম ছিল লোকনাথ ঘোষাল। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী উপনয়নের পরেই তাঁকে এবং বেণীমাধব বান্দোপাধ্যায় নামক অপর এক ব্রাহ্মন বালককে সঙ্গে নিয়ে যান তপস্যার জন্য। পরে গুরু ভাগবান গাঙ্গুলী মৃত্যুর পূর্বে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই দুই বালকের ভার অর্পণ করেন হিতলাল মিশ্রের ওপর। এই হিতলাল মিশ্রই জগত প্রসিদ্ধ ত্রৈলঙ্গস্বামী। হিমালয়ে তপস্যার পর বেণীমাধব হন উমানন্দ ভৈরব। আসামে কামাখ্যা মন্দিরের নিকটবর্তী উমাচল পাহাড় ছিল তাঁর সিদ্ধ তপস্থলী। আর লোকনাথ ঘোষাল, লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন৷ ইনি শেষ সময়ে ঢাকার নিকটে বারদীতে থাকতেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তিনি বহুবার দাবানল ও অন্যান্য দৈব দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করেছিলেন বারদীতে বসেই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর সম্বন্ধে বলতেন— "হিমালয়ের নিচে এত বড় মহাযোগী কেউ নেই"। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বয়স হয়েছিল একশো ষাট বৎসর। তাঁর দেহে বরফের আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই শৈবদেহে চোখের পলক পড়ত না। তিনি পূর্ব থেকেই নশ্বরদেহ ছেড়ে দেবার দিনক্ষণ ও তিথি ঘোষণা করে বলেছিলেন— "আমার চোখের পলক পড়লেই তোরা বুঝবি আমি সূর্য-মণ্ডল ভেদ করে চলে গেছি"। তাঁর শিষ্যরা দেখেছিলেন, মহাপুরুষের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলেছিলেন, তিনি যখন নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন তখন দেখেছিলেন, একটি কৃষ্ণগাভী সূর্যাস্তের পূর্বে নর্মদার একটি বিশেষ ঘাটে নেমে স্নান করে, তারপর সাদা হয়ে ফিরে যায়। এর রহস্য জানবার জন্য তিনি ধ্যানস্থ হন এবং বুঝতে পারেন ঐ কৃষ্ণগাভী স্বয়ং গঙ্গামাতা।

আপনারা যাঁরা সর্বজ্ঞ খোকাখুকুর দল, তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী দয়া করে অনুধাবন করুন, শৈবদেহধারী মহা তপস্বী যোগেশ্বর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর ধ্যান মানে সেটা কি বস্তু৷

সূত্র: তপোভূমি নর্মদা

মা নর্মদা এক আশ্চর্য নাম

যাঁরা জানেন না, তাঁদের কাছে নর্মদা শুধু একটি শব্দমাত্র। একটি নদী মাত্র। আর যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে মা নর্মদা সেই আশ্চর্য দেবী, যিনি কলিযুগে এখনও আশ্চর্য কৃপাময়ী এক শক্তি। এক আশ্চর্য অপার্থিব গতিপ্রবাহ, যেখানে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত সাধক সাধিকা সাধনা করে চলেছেন অমৃতত্বের জন্যে।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "যার হেথায় আছে, তার সেথায়ও আছে। যার হেথায় নেই, তার সেথায়ও নেই"।

অর্থাৎ নিজের হৃৎ পদ্মে ঈশ্বরের সান্নিধ্য থাকলে তবেই তীর্থে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ মেলে, নচেৎ "তীর্থগমন দুঃখভ্রমণই সার"। রাস্তার ক্লেশকলহ বাইরের বাকবিতণ্ডা মনকে আরো চঞ্চল করে তোলে। তবু, তীর্থস্থানের দিব্য উদ্দীপনা লাভের জন্য আমরা ভক্তিহীন হয়েও তাঁর কৃপালাভের জন্য নিরন্তর ছুটে চলেছি, সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তাঁর সাক্ষাৎলাভের আশায়। তাঁর "পদনখনীরজনিতজনপাবন"—তাঁর শ্রীচরণ ধৌত গঙ্গাবারিই লোকসমূহকে পাবন করে। "তব পাদপদ্ম তীর্থ সম্পদে বিপদে নিত্য" সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতে তাঁর শ্রীচরণই আমাদের তীর্থ, যা আমাদের তারণ করে। আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিটি ধূলিকণাই তীর্থ। এই ভূভাগে জন্মগ্রহণের বাঞ্ছা দেবতারাও করেন। ভারতবর্ষের শিরোভূষণ গঙ্গাস্নাত দেবভূমি হিমালয়। এদেশের অন্তিম ভূ-ভাগ দেবী কন্যাকুমারীর তপোপ্রভায় প্রদীপ্ত জ্যোতির্ময়ী। দেশের মধ্যভাগও শিবোদ্ভবা শিবময়ী শিবকরী দেবী নর্মদার পুণ্য স্পর্শে পূত। মা নর্মদা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় নন্দিনী। কন্যার তপস্যা ব্রহ্মচর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং মহাদেব তাঁকে বলেছেন, "আমি তোমার পুত্র রূপে তোমার গর্ভে বাস করবো"— "গর্ভে তব বসিষ্যামি"; তাই নর্মদার হর কঙ্কর ভোলে শঙ্কর। শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতায় বলা হয়েছে, "তস্যাং স্থিতাশ্চ যে কেচিৎ পাষাণাঃ শিবরূপিণঃ", অর্থাৎ সেই নর্মদায় যে সমস্ত শিবলিঙ্গ আছে, তা সকলই শিবস্বরূপ। নর্মদার জল পান করে যে ভগবান শিবের আরাধনা করে সে কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। প্রতি তীর্থস্থানে নর্মদা জলে শিবপূজন তাই অবশ্য কর্তব্য। মা নর্মদা কেবল স্রোতস্বিনী নন, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে পূর্ব হতে পশ্চিম গামিনী এক "উল্টা বহতী" আধ্যাত্মিক ভাবধারা। "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ"— অধ্যাত্ম পথের পথিকদের পথ সাধারণ বিষয়ীদের থেকে বিপরীত। আধ্যাত্মিকতাই ভারতের সত্ত্বা, ধর্ম, বাকী যা কিছু সবই "অধ্যাস"।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য, মা নর্মদার মতো কল্পকল্পান্তজীবি। কোন বিনাশ লীলা এই আধ্যাত্মিক সম্পদ কেড়ে নিতে পারেনি। “পথ আমারে সেই দেখাবে, যে আমারে চায়। আমি অভয় মনে ছাড়বো তরী, এই শুধু মোর দায়।” ভগবান নিজেই বিবিধ রূপে পথনির্দেশিকা দিয়ে দেবেন, যদি আমাদের লক্ষ্য ঠিক থাকে। তাঁর দিকে কেউ এক পা অগ্রসর হলে, তিনি ১০০পা ভক্তের দিকে এগিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই পথ হারানোর চিন্তা নয়, পথে নামাটাই কাজ। এমনি করে চলতে চলতে কোন এক দিন নিশ্চয় জীবনের “ভাঙ্গা পথের রাঙা ধূলায়” তাঁর শ্রীচরণ চিহ্ন ফুটে উঠবে। পথে নামার পর একটাই লক্ষ্য, তা হল বিষয় চিন্তা ত্যাগ করে ঈশ্বরে অনুরাগ যুক্ত হয়ে নর্মদা তটস্থিত পুণ্যতীর্থ দর্শন ও নিরন্তর ইষ্ট মন্ত্র বা 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র বা রেবা মন্ত্র জপ করে এই তপোভূমির তপঃপ্রভায় নিজেদের উদ্ভাসিত করা। পরিক্রমাতে ভক্তি ও শরণাগতিই একমাত্র সম্বল।